36755 - কোরবানীর পশুর শর্তাবলি

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে ও আমার সন্তানদের পক্ষ থেকে কোরবানী করার নিয়ত করেছি। কোরবানী করার কি বিশেষ কোন নিয়ম আছে? নাকি আমি যে কোন ছাগল দিয়ে কোরবানী করা সহিহ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

কোরবানীর পশুর ক্ষেত্রে ৬ টি শর্ত রয়েছে:

এক:

‘আনআম’ শ্রেণীর চতুষ্পদ জন্তু হওয়া। আনআম হচ্ছে- উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “আর আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ‘মানসাক’ এর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ ‘আনআম’ শ্রেণীর যে চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সে সবের উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।”[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩৪]

আয়াতে بهيمة الأنعام (বাহিমাতুল আনআম) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল। আরবদের কাছে بهيمة الأنعام এর এ অর্থই পরিচিত। এটি হাসান, কাতাদা ও আরও অনেকের অভিমত।

দুই:

শরিয়ত নির্ধারিত বয়সে পৌঁছা। ভেড়া হলে ‘জাযআ’ হওয়া (অর্থাৎ ছয়মাস পূর্ণ হওয়া)। আর অন্য শ্রেণীর হলে ‘ছানিয়্যা’ হওয়া (অর্থাৎ এক বছর পূর্ণ হওয়া)। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তোমরা মুসিন্না (পূর্ণ বয়স্ক) হওয়া ছাড়া কোন প্রাণী জবাই করবে না। তবে তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে গেলে ছয় মাস বয়সী ভেড়া জবাই করতে পার”।[সহিহ মুসলিম]

মুসন্নিা (পূর্ণ বয়স্ক) হচ্ছে- ‘ছানয়িযা’ ও ‘ছানয়িযা’ এর চয়েে বশেি বয়স্ক পশু। আর ‘জাযআ’ হচ্ছে- ‘ছানয়িযা’ চয়েে কম বয়স্ক পশু।

উটরে ক্ষত্রেে ‘ছানয়িযা’ হচ্ছে- যে উটরে পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ছে।

গরুর ক্ষত্রেে ‘ছানয়িযা’ হচ্ছে- যে গরুর দুই বছর পূর্ণ হয়ছে।

ভড়ো ও ছাগলরে ক্ষত্রেে ‘ছানয়িযা’ হচ্ছে- যার এক বছর পূর্ণ হয়ছে।

আর ‘জাযআ’ হচ্ছে- যে পশুর ছয় মাস পূর্ণ হয়ছে।

সুতরাং উট, গরু ও ছাগলরে ক্ষত্রেে ‘ছানয়িযা’ এর চয়েে কম বয়সী পশু দয়িে কোরবানী শুদ্ধ হবে না। আর ভড়োর ক্ষত্রেে ‘জাযআ’ এর চয়েে কম বয়সী পশু দয়িে কোরবানী হবে না।

তনি:

কোরবানীর পশু ঐ সব দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়া যগেুলোর কারণে কোরবানী আদায় হয় না; এমন ত্রুটি ৪টি:

১। চোখে স্পষ্ট ত্রুটি থাকা: যমেন চোখ একবোরে কোটররে ভতেরে ঢুকে যাওয়া কংিবা বোতামরে মত বরে হয়ে থাকা কংিবা এমন সাদা হয়ে যাওয়া য, সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় য, চোখে সমস্যা আছ।

২। সুস্পষ্ট রুগ্নতা: যে রোগরে প্রতক্রিয়িা পশুর উপরে ফুটে উঠ। যমেন, এমন জ্বর হওয়া যার ফলে পশু চরতে বরে হয় না ও খাবারে তৃপ্তি পায় না। এমন চর্মরোগ যা পশুর গোশত নষ্ট করে দয়ে কংিবা স্বাস্থ্যরে ক্ষতি করে।

৩। স্পষ্ট খোঁড়া হওয়া: যার ফলে পশুর স্বাভাবকি হাঁটা-চলা ব্যাহত হয়।

৪। এমন জীর্ণ-শীর্ণতা; যা অস্থরি মজ্জা নঃিশষে করে দয়ে।

এ সংক্রান্ত দললি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোরবানীর ক্ষত্রেে কোন ধরণরে পশু পরহিার করতে হবে এ সম্পর্কে জজ্ঞিাসা করা হলে তনিি হাত দয়িে ইঙ্গতি করে বলনে: “চারটি: পঙ্গু; যার পঙ্গুত্ব স্পষ্ট, চোখে সমস্যাযুক্ত; যে সমস্যা স্পষ্ট, রোগাক্রান্ত; যার রোগ স্পষ্ট, এবং দুর্বল; যার অস্থি-মজ্জা নইে”।[ইমাম মালকে ‘মুয়াত্তা’ গ্রন্থে বারা বনি আযবে (রাঃ) থকেে হাদসিটি সংকলন করনে। সুনান গ্রন্থসমূহরে অপর একটি রওেয়ায়তেে এসছে

তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরে মাঝে দাঁড়য়িে বললনে: "কোরবানীর ক্ষত্রেে চার ধরণরে পশু জায়যে হবে না" এরপর তনিি অনুরূপ হাদসি উল্লখে করনে।[আলবানী 'ইরওয়াউল গালিল' গ্রন্থে (১১৪৮) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

এ চারটি ত্রুটি থাকলে সে পশু দয়িে কোরবানী দয়ো জায়যে হবে না। এ ত্রুটগিুলোর সমপর্যায়রে কংিবা এগুলোর চয়েে মারাত্মক অন্য ত্রুটসিমূহকওে এ ত্রুটগিুলোর অধভিুক্ত করা হব। সে রকম কছিু ত্রুটি নম্নিরূপ:

১। অন্ধ পশু; যে তার দুই চোখে কছিুই দখেে না।

২। যে পশু তার সাধ্যরে অতরিক্তি খাবার খয়েছে; যতক্ষণ না তার তরল পায়খানা হয়ে সে আশংকামুক্ত হয়।

৩। যে পশু গর্ভবতী; কন্তিু পশুটি শংকার মধ্যে রয়ছে; যতক্ষণ না তার শংকা দূরীভূত হয়।

৪। গলায় ফাঁস লগেে কংিবা উপর থকেে পড়ে যে পশু আহত হয়ে মৃত্যুপথ-যাত্রী যতক্ষণ না সে পশু শংকামুক্ত হয়।

৫। যে পশু কোন রোগজনতি কারণে হাঁটতে অক্ষম।

৬। সামনরে এক পা কংিবা পছিনরে এক পা কর্ততি পশু।

এ ত্রুটগিুলো যদি পূর্বে হাদসিে উল্লখেতি ত্রুটগিুলোর সাথে একত্রতি করা হয় তাহলে সর্বমোট ১০ টি ত্রুটি হব; যগেুলোর কারণে কোন পশুকে কোরবানী করা জায়যে হবে না। উল্লখেতি ৬ টি এবং ইতপিূর্বে উল্লখেতি ৪ টি।

চার:

পশুটি কোরবানীকারীর মালকিানাধীন হতে হব। কংিবা শরয়িতরে পক্ষ থকেে সে অনুমতপ্রিাপ্ত হতে হবে কংিবা মালকিরে পক্ষ থকেে অনুমতপ্রিাপ্ত হতে হব। অতএব, যে ব্যক্তি যে পশুর মালকি নয় তার জন্য সে পশু দয়িে কোরবানী দয়ো জায়যে হবে না; যমেন- ছনিতাইকৃত পশু, চুরকিৃত পশু কংিবা অন্যায় মামলা দয়িে প্রাপ্ত পশু ইত্যাদি। কনেনা কোন পাপ দয়িে আল্লাহ্র নকৈট্য হাছলি করা শুদ্ধ নয়।

ইয়াতমিরে অভভিাবক যদি প্রচলতি প্রথা অনুযায়ী ইয়াতমিরে সম্পদ থকেে কোরবানী করে তাহলে সে কোরবানী সহহি হব; যদওি কোরবানী করতে না পারার কারণে ইতপিূর্বে সে ছলি ভগ্নহৃদয়।

কোন প্রতিনিধি তার নিয়োগকারীর পক্ষ থেকে কোরবানী করলে সেটা সহিহ হবে।

পাঁচ:

কোরবানীর পশুর সাথে অন্য কারো অধিকার যেন সম্পৃক্ত না থাকে; এ কারণে বন্ধককৃত পশু দিয়ে কোরবানী করা জায়েয হবে না।

ছয়:

শরিয়ত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পশুটিকে কোরবানী দিতে হবে। এ সময়সীমা হচ্ছে- ঈদের দিন ঈদের নামাযের পর থেকে তাশরিকের দিনগুলোর শেষ দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তাশরিকের শেষ দিন হচ্ছে- ১৩ ই যিলহজ্জ। সুতরাং কোরবানী দেয়ার সর্বমোট দিন সংখ্যা হচ্ছে- ৪ দিন। ঈদের দিন ঈদের নামাযের পর থেকে পরবর্তী ৩ দিন। তাই কেউ যদি ঈদের নামাযের আগে কিংবা ১৩ ই যিলহজ্জের সূর্যাস্তের পরে কোরবানী করে তাহলে তার কোরবানী শুদ্ধ হবে না। দলিল হচ্ছে- সহিহ বুখারীতে এসেছে বারা বিন আযেব (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে জবাই করেছে সে তার পরিবারের জন্য গোশত পেশ করল ঠিক; কিন্তু এটা কোরবানীর কিছুই নয়"। জুনদুব বিন সুফিয়ান আল-বাজালি (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে উপস্থিত ছিলাম; তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি নামাযের আগে জবাই করেছে সে যেন এর বদলে অন্য একটি পশু জবাই করে"। নুবাইশা আল-হুযালি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তাশরিকের দিনগুলো হচ্ছে- পানাহার ও আল্লাহ্র যিকিরের দিন"।[সহিহ মুসলিম]

কিন্তু, কোন ওজরের কারণে কারো যদি তাশরিকের দিনগুলোর চেয়ে বেশি বিলম্ব হয়ে যায় এতে কোন অসুবিধা হবে না; যেমন- অবহেলা না করা সত্ত্বেও কারো কোরবানীর পশুটি পালিয়ে গেল এবং কোরবানীর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে পশুটি পাওয়া গেল। কিংবা যাকে কোরবানী করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তিনি ভুলে গেলেন এবং এর মধ্যে কোরবানী করার সময় পার হয়ে গেল সেক্ষেত্রে সময়ের পরে জবাই করতে কোন অসুবিধা নেই। এ মাসয়ালাটিকে কিয়াস করা হয়েছে ঐ মাসয়ালার উপর: যে ব্যক্তি নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা নামাযের কথা ভুলে গিয়েছে সে ব্যক্তি যখন জেগে উঠে কিংবা তার স্মরণে পড়ে তখনি সে নামায পড়ে।

নির্ধারিত দিনগুলোতে রাতে কিংবা দিনে কোরবানীর পশু জবাই করা জায়েয হবে। তবে, দিনে জবাই করা শ্রেয়। আর ঈদের দিন খোতবার পর পর জবাই করা উত্তম। আগের দিনে জবাই করা পরের দিনে জবাই করার চেয়ে উত্তম। যেহেতু এতে

নকীর কাজে দ্রুত সাড়া দওেয়া হয়।